# এক নজরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সম্পর্কিত তথ্য

**ব্রি পরিচিতিঃ**

১৯৭০ সালের ০১ অক্টোবর ঢাকার অদূরে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি ১১টি গবেষণা বিভাগ ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে ২৪৯ জন বিজ্ঞানীসহ ৬৭৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত এবং চাষাবাদের কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয় ।

**ব্রি'র লক্ষ্যঃ**

১. ধান গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা।
২. ক্রমহ্রাসমান সম্পদ সাপেক্ষ জলবায়ুবান্ধব ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
৩. গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন।

**ব্রি'র উদ্দেশ্যঃ**

১. ধানের জাত ও উৎপাদন কৌশল প্রবর্তন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
২. ধানের ব্রিডার বীজের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

**গবেষণা কার্যক্রম**

প্রাথমিক পর্যায়ে গবেষণা প্রস্তাব অগ্রাধিকার যাচাইয়ের কাজ টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে করা হলেও বর্তমানে ব্রি ১৯টি বিভাগ ও ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়কে ৮টি প্রোগ্রাম এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই আটটি গবেষণা প্রোগ্রাম এরিয়া হলো-

১. জাত উন্নয়ন (Varietal Development)

২. শস্য-মাটি-পানি ব্যবস্থাপনা (Crop-Soil-Water Management)

৩. বালাই ব্যবস্থাপনা (Pest Management)

৪. রাইস ফার্মিং সিস্টেমস (Rice Farming Systems)

৫. আর্থ-সামাজিক ও নীতি প্রণয়ন (Socio-Economic and Policy)

৬. খামার যান্ত্রিকীকরণ (Farm Mechanization)

৭. প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer)

৮. আঞ্চলিক কার্যালয় (Regional Stations)

**উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ নিম্নরূপঃ**

- ছয়টি হাইব্রিডসহ ৯৪টি আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন। এর মধ্যে লবণ সহনশীল ৯টি জাত, খরা সহনশীল ৭টি জাত, জলামগ্নতা সহনশীল ৪টি জাত, পুষ্টি সমৃদ্ধ ৫টি জাত এবং রপ্তানীযোগ্য ৪টি জাত।
- মাটি, পানি, সার ব্যবস্থাপনা ও ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট ৫০টিরও বেশি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- এলাকার শস্যবিন্যাস সহ সারা দেশের জন্য ৫০টি লাভজনক ধান-ভিত্তিক শস্যক্রম উদ্ভাবন।
- দেশের কৃষকদের ব্যবহার উপযোগী ৩২টি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
- ধানের ৩২টি রোগ ও ২৬৬টি ক্ষতিকর পোকামাকড় সনাক্তকরণ এবং এসবের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উদ্ভাবন।
- ব্রি'র প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষকসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং বিভিন্ন সংস্থার ৬৮ হাজারেরও বেশি বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২৭১টি পুস্তক-পুস্তিকা ও ফোল্ডার প্রকাশ। এগুলোর মধ্যে আধুনিক ধানের চাষ, ধান চাষের সমস্যা, মাঠে ধানের রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকার, ধান চাষীর বন্ধু, ধান চাষে কৃষকের প্রাথমিক জ্ঞান, প্রভৃতি সম্প্রসারণমূলক প্রকাশনার ১১ লক্ষ কপি বিতরণ।
- দেশ ও বিদেশের প্রায় ৮ হাজারের বেশী ধানের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- প্রতি বছর ১০০ টনের বেশি ব্রিডার বীজ উৎপাদন এবং এগুলি বিভিন্ন GO, NGO এবং প্রাইভেট সেক্টরকে সরবরাহকরণ।

**২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৪টি হাইব্রিডসহ খরা, বন্যা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু সর্বমোট ৪৩টি ধানের জাত উদ্ভাবন। উদ্ভাবিত জাতগুলোর নাম ও বৈশিষ্ট নিম্নে দেওয়া হলো:**

| ক্রমিক নং | জাতের নাম | জাতের বৈশিষ্ট |
|---|---|---|
| ১. | ব্রি ধান৫১ | ১৪ দিন পর্যন্ত জলমগ্ন সহনশীল |
| ২. | ব্রি ধান৫২ | ১৪ দিন পর্যন্ত জলমগ্ন সহনশীল |
| ৩. | ব্রি ধান৫৩ | লবণাক্ততা সহনশীল |
| ৪. | ব্রি ধান৫৪ | লবণাক্ততা সহনশীল |
| ৫. | ব্রি ধান৫৫ | লবণ, খরা ও ঠান্ডা সহনশীল |
| ৬. | ব্রি ধান৫৬ | খরা সহনশীল |
| ৭. | ব্রি ধান৫৭ | খরা সহনশীল |
| ৮. | ব্রি ধান৫৮ | দানা চিকন |
| ৯. | ব্রি ধান৫৯ | দানা মাঝারি মোটা |
| ১০. | ব্রি ধান৬০ | চাল সরু |
| ১১. | ব্রি ধান৬১ | লবণাক্ততা সহনশীল |
| ১২. | ব্রি ধান৬২ | জিঙ্ক সমৃদ্ধ |
| ১৩. | ব্রি ধান৬৩ | চাল বাসমতির মত চিকন |
| ১৪. | ব্রি ধান৬৪ | জিঙ্ক সমৃদ্ধ |
| ১৫. | ব্রি ধান৬৫ | খরা সহনশীল |
| ১৬. | ব্রি ধান৬৬ | উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ |

| ক্রমিক নং | জাতের নাম | জাতের বৈশিষ্ট |
|---|---|---|
| ১৭. | ব্রি ধান৬৭ | লবণাক্ততা সহনশীল |
| ১৮. | ব্রি ধান৬৮ | চাল মাঝারি মোটা |
| ১৯. | ব্রি ধান৬৯ | সার সাশ্রয়ী জাত |
| ২০. | ব্রি ধান৭০ | চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি |
| ২১. | ব্রি ধান৭১ | খরা সহনশীল |
| ২২. | ব্রি ধান৭২ | জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত |
| ২৩. | ব্রি ধান৭৩ | লবণাক্ততা সহনশীল |
| ২৪. | ব্রি ধান৭৪ | জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত |
| ২৫. | ব্রি ধান৭৫ | স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন |
| ২৬. | ব্রি ধান৭৬ | অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে উপযোগী |
| ২৭. | ব্রি ধান৭৭ | অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে উপযোগী |
| ২৮. | ব্রি ধান৭৮ | জলমগ্নতা ও লবণাক্ততা সহনশীল |
| ২৯. | ব্রি ধান৭৯ | ২১ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহনশীল |
| ৩০. | ব্রি ধান৮০ | চাল সরু, সুগন্ধী ও রপ্তানীযোগ্য |
| ৩১. | ব্রি ধান৮১ | চাল লম্বা, চিকন ও রপ্তানীযোগ্য |
| ৩২. | ব্রি ধান৮২ | চাল মাঝারি মোটা ও রং সাদা। |
| ৩৩. | ব্রি ধান৮৩ | চাল মাঝারি মোটা ও রং সাদা। |
| ৩৪. | ব্রি ধান৮৪ | উচ্চফলনশীল জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত।<br>চাল লম্বা ও চিকন এবং রং লালচে বাদামি। |
| ৩৫. | ব্রি ধান৮৫ | চাল লম্বা ও মাঝারি চিকন এবং রং সাদা। |
| ৩৬. | ব্রি ধান৮৬ | জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত।<br>চাল লম্বা ও চিকন এবং রং সাদা। ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু। |
| ৩৭. | ব্রি ধান৮৭ | চাল লম্বা ও চিকন। |
| ৩৮. | ব্রি ধান৮৮ | চাল মাঝারি চিকন ও ভাত ঝরঝরে। |
| ৩৯. | ব্রি ধান৮৯ | ভাত ঝরঝরা ও সুস্বাদু। |
| ৪০. | ব্রি হাইব্রিড ধান৩ | চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম |
| ৪১. | ব্রি হাইব্রিড ধান৪ | চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা |
| ৪২. | ব্রি হাইব্রিড ধান৫ | চাল মাঝারি চিকন, লম্বা ও সাদা |
| ৪৩. | ব্রি হাইব্রিড ধান৬ | আমন মৌসুমের উপযোগী একটি জাত |

**কৃষিক্ষেত্রে অবদানের জন্য ব্রি এ পর্যন্ত ২১টি পুরস্কার অর্জন করেছে।**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | বঙ্গাবন্ধু পুরস্কার | ১৯৭৪ |
| ২। | রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক | ১৯৭৭ |
| ৩। | স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণ পদক | ১৯৭৮ |
| ৪। | রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক | ১৯৮০ |
| ৫। | এফএও ব্রোঞ্জ ফলক | ১৯৮০ |
| ৬। | রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক | ১৯৮৪ |
| ৭। | বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুবুল্লাহ স্বর্ণ পদক | ১৯৮৬ |
| ৮। | মুনিরুজ্জামান ফাউন্ডেশন স্বর্ণ পদক | ১৯৯১ |
| ৯। | স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণ পদক | ১৯৯২ |
| ১০। | স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণ পদক | ১৯৯৭ |
| ১১। | ইরি সম্মানজনক ফলক | ২০০৪ |

| | | |
|---|---|---|
| ১২। | সেনাধীরা পুরস্কার (ইরি) | ২০০৬ |
| ১৩। | ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড | ২০০৮ |
| ১৪। | বাংলাদেশ মানবধিকার কাউন্সিল, গাজীপুর কর্তৃক প্রাপ্ত সম্মাননা | ২০০৮ |
| ১৫। | জাতীয় পরিবেশ পদক | ২০০৯ |
| ১৬। | মার্কেনটাইল ব্যাংক লিমিটেড পুরস্কার | ২০১৩ |
| ১৭। | মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) পুরস্কার | ২০১৪ |
| ১৮। | কেআইবি কৃষি পদক-২০১৫ | ২০১৫ |
| ১৯। | বঙ্গাবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২০ | ২০১৬ |
| ২০। | জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরস্কার (আইসিটি) ২০১৬ | ২০১৬ |
| ২১। | স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এগ্রো এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ | ২০১৭ |
| ২২। | বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার ২০১৮ | ২০১৮ |
| ২৩। | সেনাধীরা রাইচ রিসার্স পুরস্কার (ইরি)- ২০১৮ | ২০১৮ |